স্বপ্নের বীজ
=========
জন মার্টিন, সিডনি

এক

সুযোগ পেলেই আমার বাচ্চা দুটা আমার ছেলেবেলার গল্প শুনতে চায়। মনের আনন্দ নিয়ে আমি গল্প বলে যাই। আমার গল্পে বন্ধুরা চলে আসে আর সব গল্প যেন আমার স্কুলকে ঘিরেই বেড়ে উঠে। সেই কবে টিফিন চুরি করেছিলাম, কবে ক্যান্টিনের খাবার চুরি করেছিলাম, স্কুলের বাইরে চাচার দোকানে আচার খেয়েছিলাম - এগুলো ওরা শুনে আর চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের পানিশমেন্ট দিত না?'
আমি তখন ডিটেনশন ক্লাসের গল্প বলি। ওরা হাসে। ভাবে ওদের বাবা কখনো এমন দুষ্টু ছিল না। বাবার মুখে গল্প শুনে বাচ্চা দুটো নিজের মতো করে আমার স্কুলের ছবি এঁকে নেয়। আমি খুঁজে খুঁজে স্কুলের ছবি দেখাই। ওদের কত প্রশ্ন। স্কুলের পানি খাবার কল দেখে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা এটা কি?'
আমি বলি, 'এটা হচ্ছে অমৃত ধারা।'
ঋষিতা পাল্টা জিজ্ঞেস করে, 'ওটা মানে কি?'
'মানে হচ্ছে এই পানি ইজ দ্যা বেস্ট। নাথিং ক্যান বিট দ্যা টেস্ট অফ ইট। '
ঋষিতা ভাবে ওই কল দিয়ে হয়তো মিষ্টি পানি বেরুতো।
আমি বলি, 'নারে মা। এটা ট্যাপের পানি। কিন্তু যখন খেলতে গিয়ে হাঁপিয়ে যেতাম তখন এই পানিই ছিল আমাদের একমাত্র ভরসা। নো কোক। নো ফান্টা। '

বাচ্চা দুটা আমার ক্লাসের কথা জিজ্ঞেস করে। আমার সকল শিক্ষকের গল্পই ওরা জানে। তারপরও ওদের মনে কত প্রশ্ন। আমি ভাবি ওদের একবার স্কুলটি দেখানো দরকার।
আমরা ২০১১ সনে স্কুলে যাবার সুযোগ পেলাম। বাচ্চা দুটো স্কুলে গিয়ে ওদের শোনা গল্পের সাথে স্কুলের পানির কল, ক্লাস রুম, বাস্কেট বল কোর্ট, হ্যান্ডবল কোর্ট, স্পাইরাল সিঁড়ি - সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ওদের প্রশ্ন যেন আরো বেড়ে যায়। আমার ছেলে তো রীতিমত ফিলিপ স্যার, সিরাজুল হক স্যার, মৃণাল কান্তি স্যার কে প্রশ্ন করে পাগল করে ফেললো। ওরা কেবল ওদের বাবার কথাই শুনতে চায়নি। জিজ্ঞেস করেছে ওদের দাদাভাইয়ের কথা। আমার বাবা এই স্কুলে পড়িয়েছে। বাবার গল্প ওদের সব মুখস্থ। আমার সেই শিক্ষকেরা বাবার সাথে কাজ করেছে। বাবাকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। উনারা ঋভুকে সেই গল্পগুলো বলেছেন। আর আমার ১৬ বছরের ঋভু কি বুঝলো জানি না। স্যারদের সাথে কথা শেষে আমাকে বললো, 'বাবা তোমার ভিডিও টা অন করো তো। '
'কেন ?'
'আমি কথা বলবো, আর তুমি রেকর্ড করবে।'
আমি একটু অবাকই হলাম। এমনিতেই আমি কিছু রেকর্ড করতে চাইলে ওর কত বাহানা শুনতে হয়। আর আজ ও আমাকে নিজ থেকেই রেকর্ড করতে বলছে।
আমি ভিডিও অন করলাম। ও বললো ওর দাদাভাইয়ের পায়ের ছোঁয়া ও কিভাবে স্কুলের মাঠে নতুন করে খুঁজে পেল। এতদিন ওর দাদাভাই এর গল্পগুলো ওর বাবার মুখে শুনেছে । আজ সেই গল্পের সাথে আমার শিক্ষকদের গল্পগুলো যোগ হল। ঋভু ওর দাদাভাইকে নতুন করে আবিস্কার করল ।
শেষে বললো, ' আই ফিল প্রাউড দ্যাট মাই গ্রান্ডফাদার ওয়াজ হেয়ার। এন্ড আই ফিল কানেক্টেড উইথ দিস স্কুল। '
আমার ক্যামেরার ছবি কেমন ঝাপসা হয়ে এলো। আমি কাপড় দিয়ে ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করলাম। লেন্সটি পরিস্কার হোল না । তখনও ছবি ঝাপসা দেখাচ্ছে । আমি টের পেলাম আমার চোখের কোনায় ঠাণ্ডা শীতল অনুভূতি। হাত দিয়ে দু চোখ আলতো করে ছুঁয়ে দিলাম। কেউ টের পেলো না। কিন্তু আমার স্কুল ঠিকই বুঝলো - এই স্কুলের মাঠে, দেয়ালের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে আমাদের ভালোবাসার কথা, বেড়ে উঠার গল্প, আর বুক উঁচু করে হাঁটার গল্প। যে ছেলেটি কখনো এই স্কুলে পড়েনি সেও কেমন করে যেন টের পেল সেই ভালবাসার স্পর্শ।

দুই

====

ঋষিতা ঋভুর চেয়ে এক ডিগ্রি উপরে। ওর প্রশ্নের সংখ্যা ও অনেক বেশি। ও যত না বুঝে তার চেয়ে প্রশ্ন করে বেশি। ওকে নিয়ে বল খেললাম, মাঠে দৌড়লাম, ছবি তুললাম। স্কুলের পুরানো বিল্ডিং দেখে ওর কি হাসি।

'তোমাদের স্কুল তো ওল্ড স্কুল। ' ও আমাকে টিপ্পুনি কাটে।

আমি বলি, 'আমরা ওল্ড স্কুল তাই আমাদের স্কুলে অনেক ফেমাস মানুষ পড়েছে। '

ঋষিতা এবারের হাসে। 'ইউ আর লাইং।'

আমি বলি, ' না রে মা। অনেক ফেমাস মানুষ গ্রেগরিয়ান। '

আমার হঠা মনে পড়লো স্কাউটিং এর কথা। আমি তো এই স্কুলেই স্কাউট হয়ে একজন ফেমাস মানুষকে স্যালুট করেছিলাম। সেই মানুষটি আমাদের দিকে স্যালুট করে দাঁড়িয়েছিল।

ঋষিতাকে নিয়ে স্কুলের বড় মাঠের কাছে গেলাম। মাঠের পাশেই আমাদের গেম রুম। তার পাশে ট্যাঙ্কে পানি তোলার মেশিন। ঠিক ওটার সামনে লাল রঙের একটি পোডিয়াম। মাঝখানে একটি ফ্ল্যাগ পোস্ট।

আমি ঋষিতাকে হাত ধরে নিয়ে ওই পোডিয়ামের উপরে উঠলাম। মৌসুমী পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঋষিতাকে বললাম , 'মাগো এবার ডান হাত দিয়ে একটা স্যালুট দাও তো ?'

ও জিজ্ঞেস করলো, 'হোয়াই বাবা ?'

-কারণ এই খানে, ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদা একজন মানুষ আমাদের স্যালুট নিয়েছিলেন। তাকে দেখে সেদিন পাহাড়ের মতো বড়ো আর সূর্যের মতো তেজি মনে হয়েছিল। এই মানুষটি না থাকলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কি হতো আমরা জানি না। কাণ্ডারির মতো হাল ধরে ছিলেন এই মানুষটি এবং সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশটিকে স্বাধীন করেছিলেন। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। '

- ইউ মিন ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ?

- হ্যাঁরে মা। তোমাকে দেখে আমার সেই দিনের কথা মনে পড়লো। আমি খাকি হাফ প্যান্ট পড়ে সবার সাথে এই মাঠে মার্চ করছি। আড় চোখে বার বার তাকিয়ে দেখছিলাম আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে। সেদিন যেমন আমার বুকের ছাতি ১০ ইঞ্চি বড়ো হয়ে গিয়েছিল - আজও আমার বুকের ছাতি অনেক অনেক বড় হয়ে উঠে এই মানুষগুলোর নাম যখন মনে পড়ে।

- প্রধান মন্ত্রী তোমাদের স্কুলে পড়তো?

- হি অয়াজ এ গ্রেগরিয়ান এন্ড আই স্টিল ফিল প্রাইড টু বি এ গ্রেগরিয়ান।

শুভ জন্মদিন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ।

আপনি আমার বুকের ছাতি সেই ছেলেবেলায় অনেক বড়ো করে দিয়েছিলেন।

পুনশ্চ:

১) কিছু জিনিস কেবল ইট সুরকি দিয়ে তৈরি হয় না। যেমন আমাদের সেই লাল পোডিয়ামটি। একদা লাল সিমেন্টের ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েছিল এখন মানুষ যে সারা দেশের মানুষের স্বপ্ন আগলে রেখেছিলেন। এই পোডিয়ামটি হতে পারতো আমাদের প্রজন্মের জন্য সাক্ষী, বড়ো হবার চেতনা। আমাদের প্রজন্ম হাত দিয়ে ছুঁয়ে সেই স্বপ্নের রঙে নিজেদের স্বপ্ন রাঙিয়ে নিতে পারতো। আমি জানি না কি এক অনাদর আর অদূরদর্শিতার এমন ইতিহাস জড়ানো একটি পোডিয়াম হারিয়ে গেল।

২) ঋষিতা আগামী বছর ক্লাস সেভেনে যাবে। ওকে এবার একটি ক্যাথলিক স্কুলে ভর্তি করব। কিছুদিন আগে ওদের ইন্টারভিউ হোল। ওকে কত প্রশ্ন করলো। শেষে আমাদের জিজ্ঞেস করলো আমরা কেন মেয়েকে ক্যাথলিক স্কুলে দিতে চাই। আমি উত্তর দেবার আগেই মেয়ে ঢোলে বাড়ি দিল। 'আমার বাবা ক্যাথলিক স্কুলে পড়তো। ক্যাথলিক স্কুল খুব ভাল হয়। '

আমি মিটি মিটি হাসলাম।

স্কুল থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরে তুই উত্তর দিলি কেন ?'

- বিকোজ এই নো দি আনসার।

- কি জানিস তুই ?

- আমি তো তোমার স্কুল দেখেছি। তোমার স্কুলে তো প্রাইম মিনিস্টার পড়তো।

আমি টের পেলাম আমার স্কুল ঋষিতার মনে স্বপ্নের বীজ বুনে দিয়েছে।

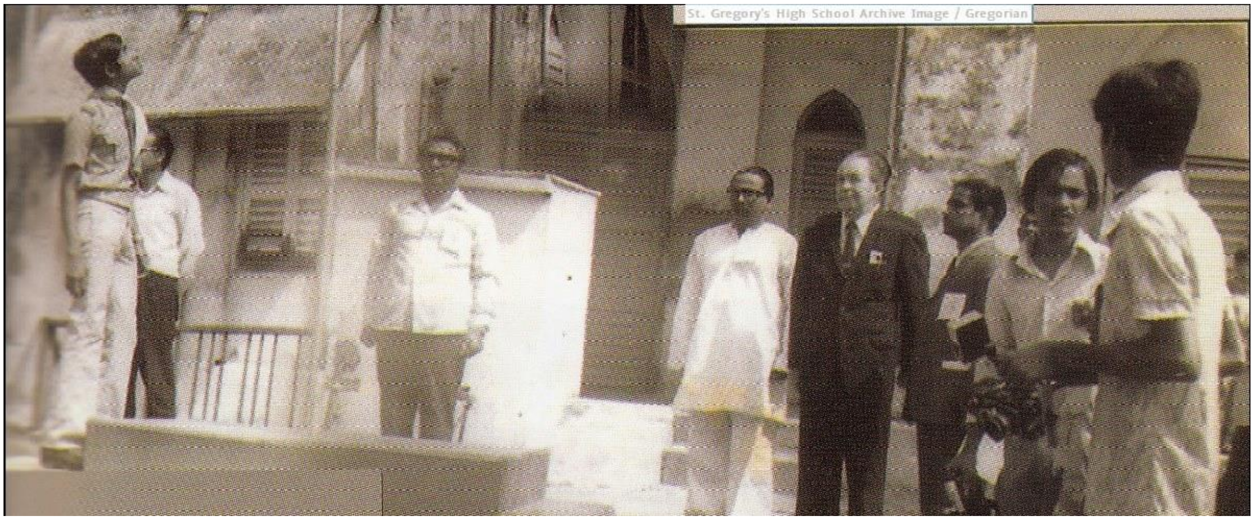
St. Gregory's High School Archive Image / Gregorian